দৈনিক সংবাদ

তারিখ 25 JUN 1988
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

025

সংবাদ

ঢাকা : শনিবার, ১০ই আষাঢ় ১৩৯৫

এদের পরীক্ষা নিন

সেশন জট, বিলম্বে পরীক্ষা গ্রহণ এখন দেশের সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ চিত্র ; কিন্তু এ ব্যাপারে সকলকে টেক্কা দিয়েছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ। ৮ মাস আগে অনুষদের প্রথম বর্ষের ক্লাস শেষ হওয়া সত্ত্বেও ছাত্রছাত্রীরা এখনো পরীক্ষাই দিতে পারেনি। এ অবস্থায় দ্বিতীয় বর্ষে কবে উঠবে তা অনুমান করার চেষ্টা করা বৃথা।

পরীক্ষা গ্রহণে ছাত্রদের দাবী অরণ্যে রোদনেরই শামিল হচ্ছে। নইলে কর্তৃপক্ষ বার বার তারিখ দিয়ে বার বার তা পেছাবেন কেন ?

ছাত্রদের শিক্ষাজীবন কিভাবে দীর্ঘায়িত হয় তার একটি প্রকৃষ্ট, বলা উচিত নিকৃষ্ট উদাহরণ এটি। এইচএসসি পাস করার পর চৌদ্দ মাস লেগেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ক্লাসে ঢুকতে। এরপর ক্লাস শেষ হয়ে গেছে ৮ মাস আগে, অথচ পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে না আজতক। একই সঙ্গে এইচএসসি পাস করে অন্যত্র ভর্তি হওয়া ছাত্ররা যেখানে দ্বিতীয় এবং কেউ কেউ তৃতীয় বর্ষে ক্লাস করছে সেখানে এরা আজো প্রথম বর্ষের বেড়াই ডিঙ্গাতে পারলো না। এটা ছাত্রদের নেহাৎ মন্দ ভাগ্য, না কৃষি অনুষদ কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার পরিণতি তার জবাব দেবার দায়িত্ব তাদের কাছেই ছেড়ে দেয়া হলো।

সেশন জট কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ৯ মাসে প্রথম বর্ষের ক্লাস শেষ করে কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের যতটা কল্যাণ করেছিলেন ৮ মাস ধরে পরীক্ষা ঝুলিয়ে রেখে তার চেয়ে বেশী ক্ষতি তারা ছাত্রদের করেছেন। বিলম্বিত পরীক্ষা তাড়াতাড়ি ক্লাস শেষ করার শুভ প্রচেষ্টাকে ভেস্তে দিয়েছে।

পরীক্ষা শুরু করতেই যেখানে এত বিলম্ব, না জানি পরীক্ষা গ্রহণের পর ফল প্রকাশে কতদিন লাগে। বছর পার হয়ে গেলেও ফল বের না হবার নজির ও রয়েছে বলেই আমাদের এই আশংকা।

আশার খবর, ইতিবাচক দিক এখানে একটাই, আর তাহলো পরীক্ষা পেছানো নয়, পরীক্ষা গ্রহণে ছাত্রছাত্রীদের দাবী। আমরা দেখেছি সেশন জট থেকে শুরু করে শিক্ষাঙ্গনের নৈরাজ্যের জন্য ছাত্রদের কিভাবে কতটা দায়ী করা হয়। এসব ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের দোষ নেই বা থাকে না একথা আমরা বলছি না; কিন্তু তাদেরকে ঢালাওভাবে অভিযুক্ত করার পেছনে যে বিনা কসুরে তাদের চরিত্র হননের একটা অপচেষ্টা স্বার্থবাদী মহলের থাকে তা এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা দেশের সেরা সন্তান। এদের মধ্যে কেউ কেউ বিচ্ছিন্নভাবে বিপথগামী হলেও সাধারণভাবে তারা আত্মবিনাশ চায় না, চাইতে পারে না। অবিলম্বে পরীক্ষা গ্রহণে কৃষি অনুষদের ছাত্রদের দাবী--তারই সাক্ষ্য দেয়।

এদের পরীক্ষা সময় মত অনুষ্ঠিত না হওয়ায় স্থানীয় বা কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কোন ক্ষতি হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের পদোন্নতি, মাসে মাসে বেতনপ্রাপ্তিও বিঘ্নিত হচ্ছে না।

ছাত্র ও অভিভাবকদের সময় ও অর্থের অপচয় এবং ঘুম হারাম হওয়ার সাথে যদি এসবের যোগসূত্র থাকতো সম্ভবতঃ কর্তৃপক্ষ তাহলে এতটা দায়িত্বহীন হতে পারতেন না।

দীর্ঘ ৮ মাসেও পরীক্ষা কেন নেয়া হয়নি সে ব্যাপারে একশ' একটা অজুহাত খাড়া করতে কর্তৃপক্ষের কোন অসুবিধা হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনির্ধারিত ছুটি, কিছু ছাত্রের পরীক্ষা পেছানোর আব্দার, ক্যারিওভার পদ্ধতির অসুবিধা ইত্যাদি কোন্ অজুহাত তারা দেবেন তা আমাদের জানা নেই। যে বক্তব্যই তারা দিন, পরীক্ষা নিতে যে তারা ব্যর্থ হয়েছেন, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন যে দীর্ঘায়িত হয়েছে সেই সত্য তারা অস্বীকার করতে পারেন না। আমরা শুধু একটি কথাই স্মরণ করিয়ে দেবো, রমজানের ছুটিতেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস এবং পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পরীক্ষা গ্রহণের জন্য ছাত্রছাত্রীরা যে দাবী জানাচ্ছেন তা অন্যায্য তো নয়ই, দাবী হিসেবেও খুব বড় নয়। তাই আমরা আশা করবো আগামী ৭ই জুলাই পরীক্ষা অনুষ্ঠানের যে নতুন তারিখ পড়েছে তা নতুন করে আর পেছানো হবে না।